মূল্যবোধের সংজ্ঞা ঃ মূল্যবোধ বলতে প্রকৃত পক্ষে কী বোঝায় সে সম্পর্কে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, মনোবিদ প্রমুখের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাবিদ John Dewey বলেছেন, "To value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate." সেইসঙ্গে কাউকে বা কোন কিছুকে মূল্য দেওয়া মানে তাকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া। অর্থাৎ অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তাকে বেছে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা।

মনোবিদ J.W. Alport বলেছেন "Values are central systems of Psychophysical–disposition capable of making a larger portion of environment functionally equivalent to the individual and generalizing in him appropriate type of adaptive and expressive behaviours."

R. Borsodi বলেছেন, "Values are emotional judgement. They are generated by feelings not cognitions, they are emotional, not intellectual judgement." অর্থাৎ মূল্যবোধ হল প্রাক্ষোভিক বিচারকরণ। এই গুলি বৌদ্ধিক নয়, এগুলি অনুভূতি থেকে উদ্ভুত। মূল্যবোধ বৌদ্ধিক বিচারকরণ এবং প্রাক্ষোভিক।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য ঃ মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ। যথা—

(i) মূল্যবোধ একধরণের বহুমুখী আচরণ সৃষ্টিকারী অর্জিত জৈব মানসিক প্রবণতা। অর্থাৎ একই মূল্যবোধ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

(ii) মূল্যবোধ ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি ভিন্ন

Scanned by CamScanner

পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ সম্পাদন করে।

(iii) মূল্যবোধের বিকাশ ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে তেমনি তার মূল্যবোধের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

(iv) মূল্যবোধের বিকাশ অনেকাংশে ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ব্যক্তি যে সমাজ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির মানসিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে।

(v) শাশ্বত বা স্থায়ী মূল্যবোধ আমরা সকলে মেনে নিই এবং এগুলি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলি না। যেমন—দয়া, সততা ইত্যাদি বাঞ্ছিত মূল্যবোধগুলিকে আমরা সকলে স্বীকার করে নিই।

(vi) যে কোন মূল্যবোধের সঙ্গে প্রক্ষোভ বা আবেগ জড়িত থাকে। কারণ কোন কিছুর মূল্য আমাদের থেকেই নির্ধারিত হয়।

(vii) যে কোন মূল্যবোধের স্থায়িত্ব মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মূল্যবোধকে সামাজ জীবনের ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

(viii) মূল্যবোধের ধারনা সব দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমান নয়। যেমন—ব্রহ্মচর্য, পতিব্রতা, সতীত্ব, অতিথি বাৎসল্যতা, বৃদ্ধ ব্যক্তির সেবাযত্ন ইত্যাদি ভারতীয় সমাজে গ্রহণ যোগ্য হলেও পাশ্চাত্য দেশে এগুলি ততটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(ix) মূল্যবোধের ভিত্তি প্রধানত ধর্ম ও দর্শণশাস্ত্র। যেমন—সততা, শৃঙ্খলা, পবিত্রতা প্রভৃতি শিক্ষা ধর্ম ও দর্শন থেকেই পাওয়া যায়।

(x) মূল্যবোধের দুটি দিক আছে। একটি হল তার আন্তরিক সাংগঠনিক দিক এবং অপরটি হল তার প্রকাশমান দিক।

মূল্যবোধের সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করা হল, তার থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ব্যক্তির মূল্যবোধের স্বরূপটি তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানুষের কর্মপরিস্থিতি বহু বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। মানুষ জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিভিন্ন আচরণ সম্পাদনের মাধ্যমে। আর এই বিভিন্ন আচরণ সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমাণ বা আদর্শ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ তার আচরনের প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে।

Scanned by CamScanner

মূল্যবোধের শ্রেণীবিভাগ / প্রকারভেদ (Classifacation / Types of Values) ঃ

বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে আমরা বেশি পরিচিত সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল :

সামাজিক মূল্যবোধ (Social Value) : ব্যক্তির সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন নির্ভর করে, উপযুক্ত পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর। আর এই সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ব্যক্তিকে যেসব আচরণ সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে যে ধরণের মূল্যবোধ প্রকাশিত হয় তা হল সামাজিক মূল্যবোধ। যেমন : স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

জৈবিক মূল্যবোধ (Organic Value) : ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার জৈব-মানসিক চাহিদা গুলি পূরণের উদ্দেশ্যে যেসব আচরণ সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে যে মূল্য বোধের প্রকাশ পায় তা হল জৈবিক মূল্যবোধ। তবে অনেক চিন্তাবিদ একে নিছক স্থূল জৈবিক চাহিদার সঙ্গে যুক্ত না করে, স্বাস্থ্য ও বিনোদনমূলক আচরণের সঙ্গে যুক্ত করেন।

বৌদ্ধিক মূল্যবোধ (Intellectual Value) : ব্যক্তি যখন জ্ঞানের সামগ্রির মধ্যে আনন্দ লাভ করে তখন তার মধ্যে বৌদ্ধিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। এই ধরণের মূল্যবোধ ব্যক্তির মধ্যে সত্যানুসন্ধানের প্রবণতা সঞ্চার করে। এই প্রকার মূল্যবোধ শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value) : ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিচারের জন্য যে মূল্যবোধ ব্যক্তির মধ্যে সক্রিয় থাকে তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value) : মূল্যবোধ যখন মানুষের ধর্ম বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলে। এই প্রকার মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ জীবন পরিবেশে যে কোন ধরণের ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়। এই জাতীয় মূল্যবোধের ব্যাপকতা অনেক বেশী।

নান্দনিক মূল্যবোধ (Aesthetic Value) : এই ধরনের মূল্যবোধের সাহায্যে মানুষ বিশ্বজগতের সৌন্দর্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যথার্থ প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে।

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের রেখাচিত্র রূপ নীচে দেওয়া হল —

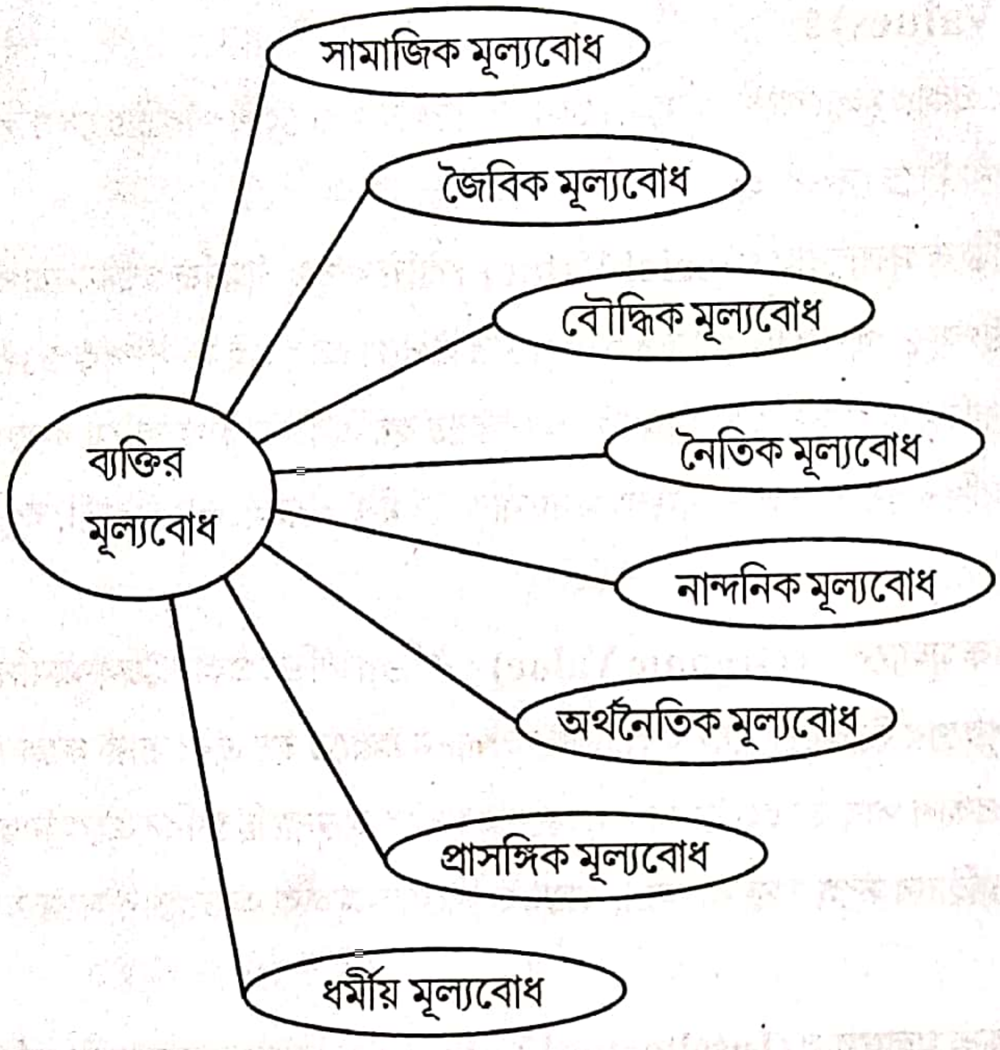

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ঃ ব্যক্তির আর্থিক বিষয় পরিচালনা সংক্রান্ত আচরণের মধ্যে যে মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা যায়, তা আর্থিক মূল্যবোধ হিসাবে চিহ্নিত।

প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ : প্রসঙ্গ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন কোন মূল্যবোধের উদ্ভব হয় তখন তাকে প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ বলে। যেমন : সাধারণ কথা-বার্তায় আমরা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নান্দনিক ইত্যাদি মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি।

মূল্যবোধের উল্লিখিত ভাগগুলি তার বস্তুগত মাত্রার দিক থেকে করা হয়েছে। কিন্তু তাত্ত্বিক বিচারে মূল্যবোধ অন্তর্জাত বলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আবার মূল্যবোধ যেহেতু আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেহেতু আচরণের প্রত্যক্ষণে অন্তর্জাত মূল্য বোধের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উল্লিখিত মূল্যবোধের আচরণগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে ওই জাতীয় প্রত্যেকটি আচরণই বাস্তবে গ্রহণযোগ্য।

মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ : মূল্যবোধ সম্পর্কে যেসব দার্শনিকের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল :

ভাববাদী দার্শনিকদের অভিমত : ভাববাদী দার্শনিকদের মতে প্রত্যেক বস্তুর ধারনা বা কাজের একটা অভ্যন্তরীণ মূল্য আছে। তাঁদের মতে সততা, প্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধ গুলি চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এগুলির ব্যক্তির দ্বারা আরোপিত হয় না অথবা ব্যক্তির মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাঁরা আরও মনে করেন যে মানুষের কোন প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধ ছাড়া গঠিত হতে পারে না।

প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের অভিমত : প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ মূল্যবোধ সম্পর্কে ভাববাদীদের বিপরীত চিন্তাধারা পোষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। মানুষ তার নিজস্ব জীবনযাপনের মাধ্যমে সর্বদা নিত্য নতুন মূল্যবোধ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ মানুষ নিজে উপলব্ধি করে বলেই তার মূল্যবোধের বাস্তবতা আছে। মানুষ যেমন সততা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির পরিমাপক এবং মানুষে মানুষে যেমন ব্যক্তিগত বৈষম্য রয়েছে, তেমনি মূল্যবোধও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার একজনের কাছে কোন একটি বস্তুর বা ঘটনার যে মূল্য রয়েছে অন্যের কাছে তার থেকে কম পরিমাণ মূল্য অথবা একেবারেই মূল্য না থাকতে পারে। এক্ষেত্রে উপযোগিতার ভিত্তিতে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের অভিমত : প্রকৃতিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে প্রকৃতির মধ্যে থেকেই মূল্যবোধের সন্ধান করতে হবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেহেতু একটি সুসংঘবদ্ধ যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে সেহেতু সেখানে মানুষের প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, মায়া, আতিথ্য প্রভৃতি মূল্যবোধের কোনও স্থান নেই। প্রকৃতির খেয়ালে দুর্বল মানুষ তার অগণিত আশা আকাঙ্খা মূল্যবোধ সহ যে কোন দিন এই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এক কথায় মানুষ প্রকৃতির দাস মাত্র অর্থাৎ মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে থেকে নানাবিধ মূল্যবোধ আবিষ্কার করতে হবে। মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা নেই।

শিক্ষা ও মূল্যবোধ : শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মানুষের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে শিক্ষা। তাই শিক্ষা এবং জীবনের মূল্যবোধ কখনও আলাদা হতে পারে না। শিক্ষা যেমন আমাদের শেখায় কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি শ্রেয় ইত্যাদি বিচার করতে। আর এই বিচার বোধ আসে মূল্যবোধ থেকে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিশুর জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে তাকে সর্বপ্রথম মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া।

মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। কোন কোন চিন্তাবিদ মানুষের মূল্যবোধগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : (i) উন্নতস্তরের মূল্যবোধ,

Scanned by CamScanner

(ii) নিম্নবর্তী স্তরের মূল্যবোধ,—এগুলির মধ্যে কোনটি উন্নতস্তরের এবং কোনটি নিম্নস্তরের তা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন মানুষের সামাজিক উপযোগিতামূলক মূল্যবোধগুলি উন্নতস্তরের মূল্যবোধ এবং জৈবিক উপযোগিতামূলক মূল্যবোধগুলি নিম্নবর্তী স্তরের মূল্যবোধ। এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ "Braudy" বলেছেন, "The more we know about a field, the more high brow we tend to become and higher the brow, the greater the ultimate satisfaction"। সুতরাং, মূল্যবোধগুলি উন্নত ও নিম্নশ্রেণীতে বিচার করে, শিক্ষার মাধ্যমে সেগুলির বিকাশের চেষ্টা অমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তাই যে মূল্যবোধগুলি মানুষের জীবনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন সেগুলিকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। আর তা সম্ভব শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত জ্ঞান বা Knowledge সরবরাহ করে।

শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের সম্পর্ক ঃ

(ক) **শিক্ষা ও অর্থনৈকিত মূল্যবোধ :** শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠভাবে জীবন যাপন করতে হলে তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক দিকগুলি পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মূলতঃ উপযুক্ত আর্থিক চেতনা ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে তার দৈনন্দিন জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এই জন্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক মুল্যবোধ জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থসংক্রান্ত জ্ঞান মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়দিক থেকেই উপযোগী করে তোলে। আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য অর্থবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। অর্থবিদ্যা মানুষের জ্ঞানের একটি বিশেষধর্মী ক্ষেত্র। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলির অভিজ্ঞতা তাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকে। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন—শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের আর্থিক কাঠামো যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং সমাজের আর্থিক কাঠামোকে বজায় রাখতে ও তার উন্নতি সাধনে ব্যক্তির ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। এর জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে একসঙ্গে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এর ফলে মূল্যবোধ জাগ্রত হতে পারে। মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(ক) বিভিন্ন শিল্প সংস্থা কী ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান।

Scanned by CamScanner

(গ) উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকা।
(ঘ) উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারন নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান।
(ঙ) সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান।
(চ) সামাজিক, অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণ নির্ণয় এবং
(ছ) অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রথা সম্পর্কিত জ্ঞান।

(খ) শিক্ষা ও জৈবিক মূল্যবোধ ঃ জৈবিক মূল্যবোধের বিকাশে শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার মাধ্যমে জৈবিক মূল্যবোধের বিকাশ করতে হলে শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিনোদন মূলক কার্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে।

(গ) শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ ঃ সমাজে বেশ কিছু নিয়মকানুন, প্রথা-প্রকরণ, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি আমরা বংশ পরম্পরায় মেনে চলি বা মেনে চলার চেষ্টা করি। অর্থাৎ সমাজে থাকা কালীন সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে যেসব মূল্যবোধ যথার্থ ভাবে বিকশিত হয় তা সামাজিক মূল্যবোধ। শিক্ষার দ্বারাই সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন আমরা মেনে চলি বা মেনে চলার চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং মানুষের জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের ভূমিকাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

বেশ কিছু সার্বজনীন, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাশা এবং ব্যক্তির দিক থেকে অন্যের প্রত্যাশার স্বার্থক সমন্বয় দেখা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা শিশুর মধ্যে কাঙ্খিত সামাজিক মূল্যবোধগুলি জাগ্রত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) শিক্ষা ও বৌদ্ধিক মূল্যবোধ ঃ মানুষের চারিত্রিক বিকাশ অনেকাংশে তার বৌদ্ধিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের বিকাশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বৌদ্ধিক মূল্যবোধের বিকাশও সমান প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিকাশের প্রচেষ্টা সবসময় প্রাধান্য পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ জ্ঞানমূলক তথ্য পরিবেশন করে ঠিকই কিন্তু শিক্ষার্থীরা ওইসব তথ্যগুলি আয়ত্ত করার মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখে। মূলতঃ ব্যক্তির মধ্যে যদি মূল্যবোধ জাগ্রত করা হয়, তাহলে সে স্বাধীনভাবে তার জ্ঞানের ক্ষেত্রকে নির্বাচন করতে পারবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারবে।

(ঙ) শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ ঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক ইত্যাদি নৈতিক মুল্যবোধের বিকাশ

Scanned by CamScanner

যথার্থভাবে হতে পারে। তবে শিশুর নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে গৃহ পরিবেশে পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যথেষ্ট সচেতন, উদ্যোমী ও কর্মঠ হিসাবে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কম বয়স থেকে মূল্যবোধের বিকাশ যদি যথার্থ ও আদর্শমানের হয়, তাহলে সার্বিক ভাবে শিক্ষার্থী নিজে এবং দেশের সমাজ ব্যবস্থা উপকৃত হবে। সুতরাং আমাদের সকলকে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনার অধিকারী হতে হবে।

(চ) **শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ** ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে বোঝায় ধর্মের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রদ্ধাভাজন হওয়া। তাছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। বাস্তবে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তার কিছু না কিছু ধর্ম থাকতে বাধ্য। তাই এই ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষেরও অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তবুও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। আবার একশ্রেণীর মানুষ এ সম্পর্কে যথার্থভাবে সচেতন। আধুনিক সমাজে ধর্মের প্রচলিত গোঁড়ামিকে বাদ দিয়ে, শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার ন্যায় অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও যদি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ যথার্থভাবে থাকে, তাহলেই সকলের মঙ্গল সাধন সম্ভব হবে। এই ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ Broudy বলেছেন,—"The religious experience, however, does preceisely what a conceptual experience cannot do. It gives an intense certainly and vivid awareness of a power that is on the side of righteousness and goodness."। সুতরাং এই ধরনের মূল্যবোধ জাগ্রত করাও শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(ছ) **শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধের মূল্যবোধ :** পূর্বোক্ত মূল্যবোধগুলি ছাড়াও সৌন্দর্য বোধের মূল্যবোধ (Aesthetic Values) মানুষের জীবনে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। এই প্রকার মূল্য বোধের প্রভাবে মানুষ কোনটি সুন্দর বা কোন জিনিসের সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য কী কী কর্তব্য বা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের মধ্যে কী কী Aesthetic Values থাকার প্রয়োজন সে ব্যাপারে সঠিক ধারণা লাভ করে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র উচ্চ ডিগ্রি থাকলেই যে সে সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অনুরূপে, কম লেখাপড়া জানলে তার সৌন্দর্যবোধের গ্রহণযোগ্যতা কম হবে তাও সঠিক নয়। বাস্তবে সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কিত মূল্যবোধ ব্যাক্তির

Scanned by CamScanner

পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কিত মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যদিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তথা শিক্ষাক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তথাপি এই ধরনের মুল্যবোধ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ সাধনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে তা আবশ্যিক ভাবে বলা যায়।

মন্তব্য : বর্তমান যুগে একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে অপর দিকে তেমনি মূল্যবোধের অবক্ষয় বা অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রকাশ সমান ভাবে ঘটছে। যার ফল স্বরূপ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ অনেকাংশে লক্ষ্যহীন, দিশেহারা। এই যুগসন্ধিক্ষণে মূল্যবোধের সঠিক ও যথার্থ ধারণা গড়ে তোলা এবং তাকে সুনিপুন ভাবে সঞ্চালনার কাজও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে গৃহ পরিবেশে পিতামাতা এবং বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি সক্রিয় না হন তাহলে আমরা কখনই মূল্যবোধ সম্পর্কে যথার্থ ধারনা লাভ করতে পারব না এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সেগুলিকে ঠিকমতো সঞ্চালিত করতে পারব না। তাই প্রত্যেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উচিত বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ সম্পর্কে কমবেশি ধারণা লাভ করা এবং তার বাস্তবায়ণের অনুকুল পরিবশে সৃষ্টি করা।

Scanned by CamScanner